হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১১৫১৩/২০১৮

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ওরফে ইউনুস
---- আপীলকারী-দরখাস্তকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র ও অন্য
-------প্রতিবাদীপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম সংগে
এ্যাডভোকেট আমেনা বেগম
--- আপীলকারী পক্ষে।
এ্যাডভোকেট মোঃ লুৎফর রহমান
----২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
---রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে

শুনানীর তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৩, ০৮.০৮.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৪.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৪৫২/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০২.২০১৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অভিযোগকারীর ঋণের টাকা পরিশোধের নিমিত্তে আসামী তার মালিকানাধীন মেসার্স Saf Co. এর নামীয় Standard Chartered Bank Ltd. গুলশান এভিনিউ শাখার চলতি হিসাব নং ০১-৬১৭৩৪৯ হতে বিগত ইংরেজী ০১.০৮.২০১৩ তারিখে ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকার চেক অভিযোগকারীকে প্রদান করেন। অভিযোগকারী উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করলে চেকটি প্রত্যাখাত হলে অভিযোগকারী বিগত ইংরেজী ১৬.১১.২০১১ তারিখে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিজ্ঞ মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, চট্টগ্রাম দায়রা মামলা নং ৪৫২/২০১৪ (সি,আর মামলা নং ১৫১৩/২০১৩ The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ হতে উদ্ভুত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১০.০২.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামীকে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ হতে খালাস প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ওরফে ইউনুস অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ১৩.১১.২০১৮ তারিখে শুনানীর জন্য গ্রহন করা হয়। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ লুৎফর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত, নথী এবং বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম, ফকরুল ইসলাম এবং ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব লুৎফর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ২য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং ৪৫২/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০২.২০১৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"The brief case of the Complainnant, Jahangir Alom @ Yunus, is that the accused A.K.M. Golam Farooq drew a cheque dated 01.08.13 of taka 20,00,000/- (twenty lac) in favour of the complainant* ***to repay the loan he had taken which was dishonoured on 15.09.13*** *for insufficiency of fund. Then the complainant issued a legal notice through registered post on 02.10.13 which the accused received on 07.10.13. But the accused did not repay the loan. He issued the cheque with intent to defraud the complainant and hence this case has been filed on 07.11.13 under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.* *Cognizance of the offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act was taken by Metropolitan Magistrate against the sole accused A.K.M Golam Farooq. Charge has been framed against the accused*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		under above section by Joint Metropolitan Sessions Judge, 2nd Court Chittagong to which he pleaded not guilty and claimed to be tried. *The defence case as it appears from the trend of cross-examination of the prosecution witnesses and from those of the depositions of the defence witnesses is that the complainant was an employee of the compamy named SAF CO owned by the accused. The complainant left the job on 08.05.11 due to some allegations of misappropriation of property. Few days later he phoned one of the employees of the company 5 lac taka to get back each of the blank cheques and important documents of the company which he might have kept in his hand stealthily during his service tenure. He also threatened to file cheque bounce cases against the accused.* *Points for determination:* *1.Whether the complainant/prosecution has been able to prove the charge under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 against the accused beyond reasonable shadow of doubt.* *2.Whether the alleged cheque has been issued in discharge of any legally enforceable debt or liability.* *In order to prove the charge, the complainant himself deposed before the court and also produced different relevant documents which were exhibited before the court. The complainant stated in his deposition that the accused drew a cheque dated 01.08.13 of taka 20,00,000/- (twenty lac) exhibited as 1, in favour of the complainant to repay to the loan he had taken which was dishonoured on 15.19.13 for insufficiency of fund (exhibited as 2). The the complainant gave a legal notice through registered post on 02.10.13 (Exhibited as 3) which the accused received on 07.10.13 (AD exhibited as 3/2). The accused with a view to defrauding him issued the cheque and misappropriated the money.* *The accused was examined under section 342 of*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the criminal procedure code to which he reiterated his innocence and also produced 2 witnesses along with some relevant documents to defend the charge brought against him. *The defence produced two witnesses and different documents which are marked from exhibit- ক-থ।* *The accused Golam Farooq himself deposed as DW-1 and stated that he does C&F business. The HQ of his office is in Dhaka and branch office is at Chittagong which had been run by the complainant since 2007. The complainant would get a monthly salary of taka 4000/- He was discharged from the service on 08.05.11 having singed on a piece of paper that he had got all the dues from the company (exhibit No. ছ). During his service the accused would issued to the complainant blank cheques singed by him for business purpose. But during discharge from the job, sone of those cheques remained with him. The complainant told Siddiq who was in charge of Chittagong branch after complainnant's discharge, that possessed some cheques and other important documents of the company and demanded 5 lac taka to get back one of those cheques. The accused immediately filed several GDs on 01.06.11, 27.06.11 and 04.04.13 respectively with Doublemuring, Chittagong and Mirpur, Dhaka Police Station (Exhibit No. গ). He also filed C.R. Case No. 989/11 before the Metropolitan Magistrate Court, Chittagong on 04.07.11 against the complainant (exhibit No. ঝ), C.R. case no. 457/13 against the complainant before the Metropolitan Magistrate Court Dhaka on 19.05.13 (exhibit no.-), case no. 179/13 dated 01.08.13 under section 98 of Criminal Procedure Code for search warrant before Ld executive Magistrate Court, Dhaka (exhibit no. থ). He also applied for stopping account on 04.04.13, but being biased by the complainant, the cheque was presented and dishonoured relating to which the bank authority admitted its mistake by a written letter dated 28.05.14 (exhibit no. ত). During cross examination he*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		admitted that the signature on the alleged cheque is of his own. *DW-2 Abu Bakr Siddiq deposed that the complainant was discharged from Job on 08.05.11 on which date the complainant gave a written admission that he got all the dues in the company. He further said that 20/25 later he heard from one office staff named Jashim that complainant would file cases against the accused as he possessed blank cheques and important documents if he was not given 5 lac taka for each of those cheques and important documents. He further said that the accused used to issue blank cheques to the complainant for business purpose. Being hostile following his dismissal from the job, he filed this false case misusing those cheques kept by him against accused.* *<u>Analysis of Evidence and decision:</u>* *For convenience both the points for determinations are discussed together in the following paragraph.* *The complainant/prosecution PW-1 stated in his examination in chief that the accused drew a cheque dated 01.08.13 of taka 20,00,000/- (twenty lac) exhibited as 1, in favour of the complainant to repay the loan he had taken which was dishonoured on 15.09.13 for insufficiency of fund (exhibited as 2). Then the complainant gave a legal notic through registered post on 02.10.13 (exhibited as 3) which the accused received on 07.10.13 (AD exhibited as 3/2). The accused with a view to defrauding him issued the cheque and misappropriated the money.* *It is evident from the evidence in record that the cheque was signed by the accused and was presented in the bank within 6 months. Legal notice was served to the accused and the latter received the legal notice and the case has been filed within one month after elapsing one month for repayment of the money so dishonoured from the date of receipt of such notice. Thus it seems that the technical pre-conditions which are necessary in a case*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 are well fulfilled. *But if we look into section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 more carefully, we will see that apart from those technical preconditions for the offence under the section, the prosecution must also establish that the cheque has been drawn in his favour in discharge of existing debt or liability which is legally enforceable. But here in this case, the prosecution could not show before the court either by way of oral or documentary evidence that the cheque was drawn in his favour in discharge of any legally enforceable debt or liability. Though during his examination in chief the complainant deposed that the cheque has been issued to repay a loan taken by the accused but when he was asked in cross examination by the defence lawyer, he answered that the accused took the loan from him in cash on 01.08.13. Again in another place during his cross examination, he deposed that the accused took the loan on 25.07.11. And again, if we go through the legal notice (exhibit-3), we see that the alleged loan of taka 20 lac has been given to the accused at several dates during January, 2009 to December 2009. Thus we find that the complainant himself is not sure when he actually gave the loan. Furthermore, when he was asked how he had managed 20 lac taka, he simply answered that he did not know. Under such circumstances, doubts cast upon the judicial mind of the court regarding the fact whether the accused had actually taken any loan from the complainant.* *Moreover, from the evidence in record we find that the complainant was a worker in the company of the accused getting 7000/- salary per month and he left the job on 08.05.11 after putting his signature on a paper that he has received from the company all his dues, Now it is a valid question must be answered by the complainant how he could manage that big amount of money (20 lac). Even if we consider that somehow he got the money, it is not also believable that after his resign/dismissal (which was due to allegations of dishonesty of his part) in 2011 with*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		whom the accused was not in good terms, he would give loan of such a huge amount of money to the accused without having even a single piece of document. Thus inference may be drawn that if the complainant had actually given loan to the accused he could answered boldly confirming the date or time of such loan and could have easily known the source of such huge amount of money and more importantly he must have had documents of such loan. In this regard I would like to take resort to a case reference reported in AIR (2011)-(NOC) 75 (Kar) (B) wherein it was decided that: *" The complainant has not placed any evidence to show that he had financial capacity to lend substantial amount of Rs4 50,000/-. This makes case of complainant highly improbable and onto acceptable. None of witnesses in presence of whom loan amount paid was examined by complainant. Adverse inference can be drawn against the complainant. Accused liable to be acquitted. [Underlined are mine]"* *Thus it appears from the above discussion that the complainant failed to prove the existence of any debt with convincing evidence. Now the question whether the complainant has to prove the existence of a debt at the time of drawing of the cheque under section 138 of the Act. As per section 139 of the ACT, the court has to presume that if a cheque is drawn by drawer, the same has been done in discharge of any debt or liability. However this presumption is a rebuttable one. The complainant may be relieved of the initial burden of proof of the existence of such debt. It is the accused who is to defend the statutory presumption by adducing proper evidence regarding non-existence of such debt. In other words, the burden of proof of the fact that there was no legally enforceable debt in between the parties during such drawing of cheque lies on the accused. The accused by adducing both oral and documentary evidence tried to establish that because of*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the nature of the job, he used to send blank cheques singed by him for day to day purpose and when allegations were brought before him that the complainant is making excessive bill, the relationship got worsened leading to the dismissal or resignation of the complainant in 2011. Again, the fact of blank cheques in the hand of the complainant has first been known by the PW-2, a worker of the company. As per deposition of PW-2, the complainant phoned one of the staffs of the company and disclosed the fact of his possessing two blank cheques in the name of the company signed by the accused. The complainant has demanded money from the accused for taking back those blank cheques. Immediately as a quick reaction to such unlawful demand by the complainant, the accused took legal action by filing C.R. case no. 989/11 on 04.07.11 against the complainant (exhibit no.) GD on 03.04.13 with Mirpur Model thana (exhibit), petition for search warrant before the Executive Magistrate under section 98 of Criminal Procedure code on 01.08.13 [exhibit]. The complainant filed the instant case on 07.11.13, on;y after the legal actions mentioned above already taken by the accused. Thus it appears that the accused has been able to show that there is no legal debt existing at the time of alleged drawing of the cheque. The statutory presumption of the existence of debt under section 139 of the Negotiable Instrument Act wat in favour of the complainant until it was rebutted by the accused producing both oral and documentary evidence relating to the non existence of any debt or liability at the time of issuing the cheque. Therefore a probable defence has been presente by the accused demolish the statutory presumption. Now the burden of proof of the fact that the accused actually took the loan as claimed has been shifted back to the complainant. *This burden of proof by the complainant has never been proved by the complainant by adducing oral or documentary evidence rather his shaky responds during cross examination cluld only cast doubts in the judicial*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		mind of the court. In this regard I would like to cite a case reference of the Supreme Court of India reported in the case of Vijay Vs. Laxman & Anr, [Criminal Appeal No. 261 of 2013 arising out of SLP (CRL) 6761/2010]. *12. "While dealing with the aforesaid two presumptions, learned Judges of this Court in the matter of P. Venugopal vs. Madan P. Sarathi [2] had been pleased to hold that under section 139, 118(a) and 138 of the N.I. Act existence of debt or other liabilities has to be proved in the first instance by the complainant but therefafter the burden of proving to the contrary shifts to the accused. Thus, the plea that the instrument/cheque had been obtained from its lawful owner or from any person in lawful custody thereof by means of an offence or fraud or had been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud or for unlawful consideration, the burden of disproving that the holder is a holder in due course lies upon hi. [Underlines are mine]"* *From the above discussion I am of the view that though signing of the cheque is not disputed and all the technical ingredients under section 138 of the act as discussed above are proved by adducing evidence by the complainant, yet the accused in his defence has been able to stand with a probable defence that the cheque was dishonestly kept by the complainant during his service and there was no existing debt and hence the cheque was not drawn in discharge of any legally enforceable debt or liability. Thus, the points for determinations are decided against the complainant/prosecution. Therefore, the Court opines that the prosecution has failed to prove the charge against the accused under section 138 of the Negotiable Instruments Act beyond reasonable shadow of doubt.*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Hence, it is-

Ordered

That the accused A.K.M. Golam Farooq be acquitted of the charge framed against him under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. He along with his sureties be discharged from their respective bail bonds.

A copy of the judgment and order be sent to learned Chief Metropolitan Magistrate and learned District Magistrate Chittagong for necessary action and information under section 373 of Criminal Procedure Code.

Dictated and corrected by me.

Sd:/Mohammad Harun-or-Rashid
Joint Metropolitan Sessions Judge
2nd Court, Chittagong.

Sd:/Mohammad Harun-or-Rashid
Joint Metropolitan Sessions Judge
2nd Court, Chittagong.

অত্র মোকদ্দমাটি বিচার নিষ্পত্তিকালে প্রসিকিউশন পক্ষে অভিযোগকারী জাহাঙ্গীর আলম একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। অপরদিকে, আসামীপক্ষে আসামী নিজে এবং অন্য একজন সাক্ষ্য প্রদান করেন।

পি, ডাব্লিউ-১ জাহাঙ্গীর আলম (অভিযোগকারী) এর জবানবন্দি ও জেরা, আসামী (ডি, ডাব্লিউ-১) এবং অবুবক্কর সিদ্দিক (ডি, ডাব্লিউ-২) এর জবানবন্দি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

জাহাঙ্গীর আলম (অভিযোগকারী) পি, ডাব্লিউ-১

''আমি অত্র মামলার বাদী। আসামী এ কে এম গোলাম ফারুক। চেকের তারিখ: ০১/০৮/২০১৩। ডিজঅনার হয় ১৫/০৯/২০১৩। নোটিশ প্রদান ০২/১০/২০১৩ নোটিশ গ্রহন ০৭/১০/২০১৩। আসামী টাকা পরিশোধ করে নাই। আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম (ইউনুছ)। আসামীর নাম এ.কে.এম গোলাম ফারুক। আসামী আমার নিকট থেকে ২০ (বিশ লক্ষ) টাকা হাওলাত নেয়। তার জন্য সে ০১/০৮/২০১৩ ইং তারিখে স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংকের চেক দেয়। আমি ঐ চেক আমার হিসাবে জমা দেই। বিগত ১৫/০৯/২০১৩ ইং তারিখ চেকটি ডিজআনার হয়। একাউন্টে টাকা না থাকায় ডিজআনার হয়। লিগ্যাল নোটিশ দেই ০২/১০/২০১৩ ইং তারিখে। আসামী ০৭/১০/১৩ ইং তারিখ রিসিভ করে। টাকা না দেওয়ায় এই মামলা আনায়ন করি। নালিশী দরখাস্ত ও দাখিলী কাগজ প্রদর্শনী "১" সিরিজ চিহ্নিত হইয়াছে এবং চেক প্রদর্শনী

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		"খ" চিহ্নিত হইলো। ডিজঅনার স্লিপ প্রদর্শীনী "৩" চিহ্নিত হইলো। P/O A/D (অপাঠ্য) নোটিশ প্রদর্শনী-৪ সিরিজ চিহ্নিত হইলো। ***জেরাঃ XXX*** *আমি আসামীর অধীনে পূর্বে কোন এক সময় কর্মচারী ছিলাম।* ***আমি আসামীর অধীনে ২০০৭ সাল থেকে স্থায়ী কর্মচারী ছিলাম।*** *আমি বিগত ইংরেজী ০৮/০৩/১১ তারিখ অব্যহতি পত্র দাখিল করি। বিগত ইংরেজী ০৮/০৫/১১ তারিখ আমার সমস্ত কিছু বুঝে পেয়ে অব্যাহতি পত্র গ্রহন করি।* ***আমি সাত হাজার টাকা করে বেতন নিতাম ও কমিশনে কাজ করতাম। অফিসিয়াল ভাবে আমি সমস্ত দাবী বুঝে পেয়ে অব্যহতি পত্র দেই।*** *আমি আসামীর বিরুদ্ধে সি.এন্ড এফ এর মালিক সমিতির কাছে অভিযোগ দিয়েছিলাম। চূড়ান্ত কিছু হয় নাই। আমি অভিযোগের বিষয় কর্মচারী ইউনিয়নে (অপাঠ্য)। আসামী আমার বিরুদ্ধে সি. আর ৯৮৯/১১ দায়ের করে। তর্কিত চেকের বিষয়ে কোন মামলা করে নাই। আসামীর চিটাগাং অফিসের দায়িত্বে ছিলাম না। ইহা সত্য নয় যে, আসামী দায়িত্বে অলিখিত চেকে স্বাক্ষর করে আমার কাছে চেকবহি রাখত। আমি আরজীতে কোন ব্যাংকে ডিজআনার হয় তা উল্লেখ করেছি। আসামী কার কার সাথে প্রতারনা করে তা এই মুহুর্তে বলতে পারব না। আমি আসামীর নিকট হাওলাতি টাকা পেতাম। আসামী নগদ হাওলাত নেয়।* ***বিগত ইংরেজী ০১/০৮/১৩ তারিখে হাওলাত নেয়। বিগত ইংরেজী ২৫/০৭/১১ তারিখে নগদ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা হাওলাত নেয়। আমি নগদ টাকা দেই।*** *আমার বাসায় সব সময় ২০/২৫ লক্ষ টাকা ক্যাশ থাকে না।* ***এই টাকা আমি কিভাবে সংগ্রহ করি তা জানিনা।*** *আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম ইউনুছ এটা সত্যি। জাহাঙ্গীর আলম (ইউনুছ) নামে কোন চেক আসামী দেয় নাই। আসামী এ,কে, এম গোলাম ফারুক নাম লিখে কোন চেক দেয় নাই। আসামী সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে চেক দেয়। ডিজআনার স্লিপের ঠিকানা স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা। আমি উকিল নোটিশে ১ম প্যারায় ১টি চেক আমার বরাবরে প্রদান করার কথা লিখি। কোন তারিখ বলি নাই। আমার উকিল নোটিশ কম্পিউটার টাইপ করা। নোটিশে প্রথম দফার (অপাঠ্য) লাইনে অগ্রীম কথাটি হাতে লিখা। অগ্রীম শব্দটি লেখার পার্শ্বে কোন ইনিশিয়াল স্বাক্ষর নাই।* ***অভিযুক্ত ২০০৯ (জানু:) ২০০৯ (ডিসেম্বর) এর মধ্যে চেক দেয় ইহা সত্য। কোন তারিখ আমাকে চেক দেয় তা জানি না। আমার চাকুরী কালীন সময়ের মধ্যে আসামী আমাকে চেক প্রদান করে।*** *আমি আসামীর বিরুদ্ধে আরও একটি চেকের মামলা করি। ঐ মামলা নম্বর ১৭৫৩। ১৭৫৩ নং মামলায় আসামীর নিকট ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পাব তা উল্লেখ করি নাই। আমি আসামীর অধীনে কত বছর চাকুরী করি তা স্মরন নাই।* ***তর্কিত চেকের টাকা ছাড়া আমার চাকুরী কালীন সময় অন্য কোন***

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		টাকা পয়সা ধার দেই নাই। *ইহা সত্য নয় যে, ইহা ছাড়া আমি আসামীর অধীনে স্থায়ী কর্মচারী থাকায় ও আসামী ব্যবসা উপলক্ষ্যে বাইরে থাকে বিধায় তাহার স্বাক্ষরিত চেক দিয়ে আসামী চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মিথ্যা উক্তিতে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছি। ইহা সত্য নয় আসামী আমাকে চেক দেয় নাই। ইহা সত্য নয় আসামীর ব্লাংক চেক আমার অধীনে ছিল এবং ব্লাংক চেকে আমার নাম লিখে এই মামলা করেছি। ইহা সত্য নয়, চেকে উল্লেখিত লেখা গুলি আসামীর হাতের লিখা নয়। আসামী তার স্বাক্ষর আমার সামনে দেয়।* ***লেখা গুলি কে লিখে তা জানিনা। আসামী সি.আর.পি.সির ৯৮ ধারায় ঢাকায় মামলা করে।*** *আমার চেকের মামলা করার পর এই মামলা করে। ঐ মামলায় কি হয় তা জানি না। আসামী জি.ডি করে ও ব্যাংকের স্টপ পেমেন্টের জন্য দরখাস্ত করে কিনা জানিনা।* ***<u>On Recall - আসামীপক্ষ জেরা-</u>*** ***পোর্ট বিল ও শিপিং বিল আমার পরিশোধ করা দায়িত্ব ছিল।*** *সত্য নয় যে, বিল প্রতিদিন পরিশোধ করতে হয়। বাংলা বান্ধা ও বেনাপোলে অফিস আছে কিনা জানি না। আসামীর অফিসের HQ ঢাকায়। মালিকের আদেশ অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করতাম। সত্য নয় যে, একমাত্র আমিই দায়িত্বে ছিলাম। সত্য নয় যে, আমার চাকুরী কালীন সময়ে আসামী অন্তত ৪০০/৫০০ চেক আমার কাছে পাঠায়। সত্য নয় যে, চট্টগ্রাম অফিসে এক মাত্র আমিই অভিজ্ঞ কর্মচারী ছিলাম।* ***আমি চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ০৮/০৫/১১ ইং তারিখে আমি চূড়ান্ত ছাড়পত্র নেই। ৮নং Exibit সত্য। ইহাতে আমার স্বাক্ষর। আমি বেতনের টাকা বুঝিয়া পাইয়াছি মর্মে লিখিত আছে।*** *সত্য নয় যে, আমি আসামীর স্বাক্ষর জাল করে ৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছি। ১৯/০৫/১৩ ইং তারিখে আসামী আমার বিরুদ্ধে C.R ৪৫৭/১৩ নং মামলা করেছে যাহা ঢাকার CMM আদালতে চলমান ইহা সত্য নয়। আমার জানা নাই আসামী ফৌঃ কাঃ বিঃ ৯৮ অনুযায়ী চেক উদ্ধারের জন্য মামলা করেছে কিনা। সত্য নয় যে, আসামী আমাদের কাছে Blank Cheque রাখত। সত্য নয় যে, আসামী আমাকে কোন চেক দেয় নাই।''* ***<u>এ,কে,এম গোলাম ফারুক (ডি, ডাব্লিউ- ১)</u>*** *আমি অত্র মামলার আসামী। আমার C & F ব্যবসা। আমার মুল ব্যবসা ঢাকায়। আমার সাইট অফিস চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে। আমি স্থায়ী ভাবে ঢাকায় বসবাস করি। চট্টগ্রামে আমার অফিস জাহাঙ্গীর আলম পরিচালনা করে। আমি বাদীকে দিয়ে ২০০৭ ইং সাল থেকে বেতন ভোগী শাখা অফিস পরিচালনা করছি। বাদী আমার এখানে ৪ হাজার টাকা বেতনে চাকুরী করত। বাদী বিগত ইংরেজী ০৮/০৩/১০ তারিখ চাকুরী হতে অব্যাহতি পাওয়ার দরখাস্ত দেয়। ০৮/০৫/১১ ইং তারিখ বাদীকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অব্যাহতির সময়*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জাহাঙ্গীর লিখিত দেয় কোম্পানীর সাথে তার কোন দেনা পাওনা নাই। ব্যবসার জন্য স্বাক্ষরযুক্ত অলিখিত চেক বাদীর নিকট জমা রাখতে হতো। অব্যাহতির সময়ে আমার স্বাক্ষরিত অলিখিত চেক বাদীর কাছে থেকে যায়। আমার অফিস পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিদ্দিক জানায় জাহাঙ্গীর তাকে বলেছে তাহার কোম্পানীর কিছু চেক সহ গুরুত্বপূর্ন চেক তার হাতে আছে এবং এটা নিতে হলে তাকে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা দিতে হবে। আমি এই বিষয়ে জেনে ডবলমুরিং থানায় বিগত ইংরেজী ০১/০৬/১১ তারিখে ৪০ নং জি.ডি করি। আমি ০৬/০৬/১১ ইং তারিখ বাদী জাহাঙ্গীর যাতে আমার কাগজ দিয়ে কাস্টম অফিসে প্রবেশ করতে না পারে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেই। ২৭/০৬/১১ ইং তারিখ মিরপুর থানায় জিডি নং- ২০৬ দায়ের করি। ১৭/১০/১১ ইং তারিখ কাস্টম এসোশিয়েশন থেকে আমাকে চিঠি দেয়। বিগত ইংরেজী ২০/১০/১১ তারিখ সি এন্ড এফ মালিক সমিতির অফিস আগ্রাবাদে যেতে বলে। আমি তখন ছিদ্দিক সহ ঐখানে উপস্থিত হই। বিগত ইংরেজী ০৪/০৭/১১ ইং তারিখ আমি বাদীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট আদালতে ফৌঃ ৯৮৯/১১ নং মামলা করি। সালিশ বৈঠকে জাহাঙ্গীর কোম্পানীর সমস্ত টাকা পাওনা বুঝে পেয়েছে বলে জানায়। ঐ সময় বাদী চেকের কথা কিছু বলে নাই। তারপর ইসহাক জানায় জাহাঙ্গীর এর নিকট ব্লাংক চেক আছে এবং সে আরো কেস করবে। এ গুলি জানার পর আমি মিরপুর থানায় ২০৬ নং জিডি করি। বিগত ইংরেজী ১৯/০৫/১৩ তারিখ ঢাকা সি. এম.এম কোর্টে জাহাঙ্গীর এর বিরুদ্ধে ১টি জালিয়াতির মামলা করি, যাহার নং- ৪৫৭/১৩। আমি চেক উদ্ধারের জন্য ঢাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাদীর বিরুদ্ধে একটি মামলা ১৭৯/১৩ তাং ১/৮/১৩ দাখিল করি। ঐ মামলায় সার্চ ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়। আমি বিগত ইংরেজী ১৬/০১/১৪ তারিখ তর্কিত চেক বেআইনী, অবৈধ মর্মে ঘোষনা চেয়ে ঢাকার যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালতে মামলা করি। ঐ মামলার নম্বর এখন স্বরন নাই। তর্কিত চেক ডিজঅনার হয় ঢাকার গুলশানে স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংকে। আমি বিগত ইংরেজী ০৪/০৪/১৩ তারিখে ব্যাংকে চিঠি দিয়ে চেক ষ্টপ করাইয়া দেই। তারপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার তর্কিত চেকটা (অপাঠ্য) দেখিয়ে বাদীর সাথে ডিজঅনার করায়। তারপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিগত ইংরেজী ২৮/৫/১৪ তারিখ একটি লিখিত চিঠির মাধ্যমে তাদের ভুল স্বীকার করে। আমি ন্যায় বিচার চাই। ***দাখিলী দলিল প্রদর্শনী ক-থ সিরিজ চিহ্নিত হইল।*** ***আবু বক্কর সিদ্দিক (ডি, ডাব্লিউ- ২)*** *আমি বাদী ও আসামীকে চিনি। আমি আসামীর প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। বাদীকে আসামী চাকুরী হতে অব্যাহতি দেওয়ার সময় বিগত ইংরেজী ০৮/০৫/১১ তারিখ আমি উপস্থিত ছিলাম। আসামীর দেনা পাওনা নিয়া প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যায়। অব্যহতির সময় জাহাঙ্গীর সাহেব তাহার সাথে দেনা পাওনার হিসাব বুঝে পায় মর্মে জানিয়ে লিখিত অঙ্গীকার দিয়ে চলে যায়। ২০/২৫ দিন পর তার অফিসের জসিম উদ্দিন বলে জাহাঙ্গীর এর কাছে ব্লাংক চেক সহ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মূল্যবান কাগজ আছে। ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা না দিলে চেক দিয়ে মামলা করবে। আমি অফিসে বিষয়টি জানাইলে আসামী চট্টগ্রাম এসে ডবলমুরিং থানায় জিডি করে ঢাকায় চলে যায়। বাদী ও আসামীদের দেনা পাওনা সম্পর্কে C&F টাওয়ারে সালিশ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় তারা একে অপরের ক্ষতি করবে না। আসামীর স্বাক্ষরিত চেক জাহাঙ্গীর এর কাছে থাকত। আসামীকে চাকুরী থেকে ছাটাই করে দেওয়ার কারণে আক্রোশের বশবর্তী হয় এই ব্লাংক চেকে নিজে স্বাক্ষর করে এই মামলা করে। **অভিযোগকারীর জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, আসামীকে টাকা প্রদানের তারিখ এবং কথিত টাকার বিষয়ে অভিযোগকারী পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। যথা-** "অভিযোগকারী লিগ্যাল নোটিশে বলেছেন" ২০০৯ সনের জানুয়ারী হতে ২০০৯ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে এবং দফায় আসামীকে টাকা প্রদান করেন। তিনি জেরাতে প্রথমে বলেন যে, আসামী "বিগত ইংরেজী ০১/০৮/২০১৩ তারিখ হাওলাত নেয়" পরবর্তীতে জেরাতে ভিন্নরকম বক্তব্য দিয়ে বলেন যে, " বিগত ইংরেজী ২৫/০৭/২০১১ তারিখ নগদ ২০ লক্ষ টাকা হাওলাত নেয়।" অপরদিকে, অভিযোগকারী আপীলকারী কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৭.১১.২০২২ তারিখে সম্পাদিত অতিরিক্ত হলফনামায় বর্ণনা করেন যে, তিনি ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা আসামীকে দিয়েছেন ৩ কিস্তিতে ২০০৯ সালে। ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা সুদ বাবদ দাবী। ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা সুদসহ মোট ২০ লক্ষ টাকার একটি কথিত অংগীকারনামা 'Annexure-F' হিসেবে আপীলকারী সংযুক্ত করেছেন। লিগ্যাল নোটিশ এবং আরজিতে চেকের তারিখ বিগত ইংরেজী- ০১/০৮/২০১৩। জেরায় অভিযোগকারী আপীলকারী বলেন যে, ২০০৯ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর এর মধ্যে চেক প্রদান করেন। জেরায় তিনি আরও বলেন যে, কোন তারিখে চেক দেয় তা তিনি জানেন না। কোথায় বসে তর্কিত চেকখানা দেয়া হয়েছে তা লিগ্যাল নোটিশ, নালিশী দরখাস্ত এবং জবানবন্দীতে নাই। কথিত অঙ্গীকারনামাতেও নাই। তর্কিত চেকের স্বাক্ষর আসামী কর্তৃক স্বীকৃত, কিন্তু যাবতীয় হাতের লেখা আসামী কর্তৃক অস্বীকৃত। অভিযোগকারী-আপীলকারী পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে তার জেরাতে স্বীকার করেন যে, "চেকে উল্লেখিত লেখাগুলি কে লিখে তা জানিনা"। আসামীপক্ষের সাফাই সাক্ষীর জেরা ও জবানবন্দীতে বলা হয়েছে যে, চেকগুলো ব্লাংক ছিলো। বাদী জেরাতে বলেছেন "এই টাকা আমি কিভাবে সংগ্রহ করি তা জানিনা।" বিগত ইংরেজী ২৭.১১.২০২২ তারিখে সম্পাদিত অতিরিক্ত হলফনামার ৩৩ পাতায় (Annexure-F) অভিযোগকারী বর্ণনা করেন যে, "বাদী ছেলের কাছ থেকে কিছু এবং নিজের কাছে থাকা টাকা নিয়ে ৩ কিস্তিতে মোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা নগদ বুঝিয়ে দেন।" অভিযোগকারী-আপীলকারী অত্র আসামীর বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ১৬/১১/২০১১

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ৩৮ ধারার অভিযোগে চট্টগ্রাম সি/আর ১৬৫৭/১১ (যাহা দায়রা ১৭৫৩/২০১৩) দায়ের করেন। চেকের মূল্যমান ১০,০৮,০০০/- (দশ লক্ষ আট হাজার) টাকা। উক্ত চেক প্রদানের কথিত তারিখ ৩০/০৮/২০১১ইং তাং, চেক ডিজঅনার- বিগত ইংরেজী ০৫/১০/২০১১তারিখ, নোটিশ প্রদান- বিগত ইংরেজী ১৩/১০/২০১১ তারিখ এবং মামলা দায়ের করা হয় বিগত ইংরেজী ১৬/১১/২০১১ তারিখ। অত্র মামলাটি দায়ের করা হয়েছে বিগত ইংরেজী ০৭/১১/২০১৩ অর্থাৎ উক্ত সি/আর মামলা ১৬৫৭/১১ (যা দায়রা মামলা ১৭৫৩/২০১৩) দায়েরের প্রায় ২ (দুই) বছর পর। অথচ উক্ত পূর্ববর্তী মামলার বিষয়টি সম্পূর্নরূপে গোপন করে অত্র মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষনীয় ২০১১ সন থেকে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এমনকি মামলা মোকদ্দমা চলমান, বিশেষ করে দুই বছর যাবৎ একটি চেক ডিজঅনার সংক্রান্ত মামলা চলমান। এমতাবস্থায় অত্র মামলায় কথিত মতে একই আসামীকে একই বাদী পুনরায় বিগত ইংরেজী ০১/০৮/২০১৩ তারিখ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা নগদ হাওলাত প্রদান এবং একই আসামী কর্তৃক একই বাদীকে পুনরায় চেক প্রদান কোনক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। দায়রা মোকদ্দমা নং-১৭৫৩/১৩ এর নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী-আপীলকারী আসামীর মালিকানাধীন সি এন্ড এফ প্রতিষ্ঠান ‘‘মেসার্স সাফকো’’তে কাষ্টম সরকার হিসাবে দীর্ঘদিন (২০০৭ সন থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত) চাকুরী করেন। তিনি বিগত ইংরেজী ০৬/০৩/২০১১ তারিখে ছুটির আবেদন করেন এবং তিনি ০৮/০৩/২০১১ ইং তারিখ অব্যাহতিপত্র দাখিল করেন এবং ০৮/০৫/২০১১ ইং তারিখে তার অব্যাহতিপত্র গৃহীত হয়। মাসিক ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা বেতনে চাকুরী শুরু করে মাসিক ৭০০০/- (সাত হাজার) টাকা বেতনে চাকুরী হইতে অব্যাহতি গ্রহন করেন। অফিসিয়ালভাবে সমস্ত দাবী বুঝে পেয়ে অব্যাহতিপত্র গ্রহন করেন এবং সহস্তে লিখিত ভাবে বিগত ইংরেজী ০৮/০৫/২০১১ তারিখ ঘোষনা করেন যে, তার কোন দেনা পাওনা নাই। অপরদিকে, আসামী অত্র অভিযোগকারীর-আপীলকারীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় জিডি নং- ৪০ তাং ০১/০৬/২০১১ দায়ের করেন। জাহাঙ্গীর আলম যাতে অবৈধভাবে আসামীর কার্ড ব্যবহার করে কাস্টমস হাইজে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বিগত ইংরেজী ০৬/০৬/২০১১ তারিখে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় ১৬৯৮ নং জিডি তারিখ ২৭/০৬/২০১১ আসামী দায়ের করেন। বিল অব এন্ট্রিতে আসামীর স্বাক্ষর জাল করে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জাহাঙ্গীর আলম আত্মসাৎ করেন মর্মে প্রমান পেয়ে বিগত ইংরেজী ০৪/০৭/২০১১ তারিখে চট্টগ্রামে সি.এম.এম আদালতে আসামী ১১২/২০১১ নং পিটিশন মামলা জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে দায়ের করেন। (সি/আর মামলা নং ৯৮৯/২০১১ ধারা ৮২০/৪০৮/৫০৬/৪৬৮/৩৮৫ দঃ বিঃ)।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জাহাঙ্গীর আলম তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত ২টি জিডি, ১টি ফৌজদারী মামলা মামলা এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আসামীর বিগত ইংরেজী ০৬/০৬/২০১১ তারিখের অভিযোগ বিষয়ে সমাধান চাহিয়া বিগত ইংরেজী ০৯/৭/২০১১ তারিখ চট্টগ্রাম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং (C & F) এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়নে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ২০/১০/২০১১ তারিখে চট্টগ্রাম সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোশিয়েশন (মালিক সমিতির) কার্যালয়ে এক সালিশী বৈঠক হয়ে সিদ্ধান্ত (রোয়েদাদ) এর মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে বিরোধ নিস্পত্তি হয়। **বিগত ইংরেজী ২০.১০.২০১১ তারিখের সালিশীশের রায় ও সভার কার্যবিবরণী অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *"গত ২০/১০/২০১১ইং তারিখের সালিশীর রায়/সভার কার্যবিবরণী"* *চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন* *সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।* *সি এন্ড এফ এজেন্ট মেসার্স সাফকো এর কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০/১০/২০১১ইং অনুষ্ঠিত শ্রমিক কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১ সভার কার্যবিবরণী।* *বিগত ২০/১০/২০১১ইং বিকাল ৩.০০ঘটিকায় চিটাগাং কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়ে মেসার্স সাফকো ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অত্র এসোসিয়েশনের পক্ষে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সভাপতিত্বে শ্রমিক কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১ এর সন্মানিত সদস্য ও ৩য় সহ সভাপতি জনাব মোঃ সফিউল আলম (খোকন), শ্রমিক কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১ এর সদস্য জনাব মোঃ আবদুল বারেক উপস্থিত ছিলেন। সি এন্ড এফ এজেন্ট মেসার্স সাককো এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, কাস্টম সরকার জনাব মোঃ জাকির, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও জনাব জসিম উদ্দিন। চট্টগ্রাম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর পক্ষে ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম সভাপতি ২। জনাব কাজী মোঃ খায়রুল বাশার- সাধারন সম্পাদক*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩। জনাব মোঃ নুরুজ্জামান রানা- সহ-সম্পাদক(১) ৪। জনাব সুলতান বোরহান উদ্দিন-শ্রম ও সদস্য কল্যাণ সম্পাদক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। যা উপস্থিতির তালিকায় সকলের স্বাক্ষর রয়েছে। *সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সভাপতি সভা শুরু করেন। সভার সভাপতি চট্টগ্রান ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিরোধ সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ জানালে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কাশেম বলেন, চট্টগ্রাম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর সদস্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বিগত ০৭ বছর যাবত মেসার্স সাফকোতে কর্মরত ছিলেন। তিনি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য গত ০৮/০৩/২০১১ইং অব্যাহতি পত্র জমা দেন এবং নিয়ন মত মালিক গত ০৮/০৬/১১ইং তাহাকে রিলিজ প্রদান করেন এবং গত ১৫/০৫/২০১১ইং তাহার কাস্টম/জেটি সরকার লাইসেন্স বাতিল করা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সকল প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরও তাদের সদস্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে অহেতুক হয়রানী, মানসিক যন্ত্রনা ও নানাবিধ মানহানিকর আঘাত করনের লক্ষ্যে সি এন্ড এফ এজেন্ট মেসার্স সাফকো এর মালিক মহোদয় গত ০১/০৬/২০১১ইং বন্দর থানা, চট্টগ্রাম ২৭/০১/২০১১ইং মিরপুর থানা, ঢাকায় সাধারণ ডায়েরী করেন এবং ০৪/০৭/২০১১ইং চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালত, চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করেন, যাহা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শ্রম অসত্তোর জন্ম নেওয়ার জন্য সহায়ক।* *পরবর্তীতে সভার সভাপতি মেসার্স সাফকো এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক সাহেবকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে অনুরোধ করা হলে তিনি সভাকে জানান, তিনি চট্টগ্রামে অবস্থান করেন না বিধায় চট্টগ্রামে সি এন্ড এফ এজেন্ট কার্যক্রমে কর্মচারীগণের উপর নির্ভর করতে হয়। কাষ্টম ও জেটিতে বিশেষ করে কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর উপর বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব অর্পন করেন। এ সুযোগে তিনি প্রায় অনিয়মের আশ্রয় নিতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম দপ্তরে ৬৩,০০০/- টাকার বিল প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত বিলগুলো যাচাই করে তাতে ৪৫,০০০/- টাকার সত্যতা পাওয়া যায়। এইরূপভাবে প্রতিটি কাজে তাহার অনিয়ন পরিলক্ষিত হইলে মৌখিকভাবে বহুবার তাহাকে সাবধান করা হয়। সাবধান করার পরও তিনি পরিবর্তন হন নাই। প্রতিষ্ঠানের অন্য*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মচারীগণের সহিতও তাহার বনিবনা না হওয়ায় এক পর্যায়ে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মেসার্স সাফকোতে চাকুরী করবেন না মর্মে আবেদন জানালে তাহাকে (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম) উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে রিলিজ অর্ডার ও যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হয়। উক্ত পরিশোধের প্রমান হিসাবে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হতে তার যাবতীয় পাওনাদি বুঝে গেয়েছে মর্মে লিখিত পত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু রিলিজ অর্ডার নেওয়ার পর জনাব জাহাঙ্গীর আলম শুল্ক ভবনে সাফকো এর কর্মচারীদের নানা ভাবে হয়রানী করতে থাকেন। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কাস্টমস গোয়েন্দা দিয়ে তাহাদের বিভিন্ন ডকুমেন্টের বিষয়ে হয়রানি শুরু করেন। তাহার হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হইয়া জনাব গোলান ফারুক থানায় সাধারণ ডায়েরী করেন। এর পরও জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাস্টমস কর্মকর্তাগণের নামে ও বিভিন্ন সেকশনের অবৈধ সিল তৈরী করেন। এ খবর জানার পর কাস্টমস এর জনেক কর্মকর্তা মেসার্স সাফকো এর স্বত্ত্বাধিকারীর কাছে অবৈধ সিল ফেরত দেওয়ার জন্য ৫,০০,০০০/- টাকা দাবী করেন। এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের জন্য এবং নিজস্ব নিরাপত্তার কারনে মেসার্স সাফকো এর স্বত্তাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। সভার সভাপতি মেসার্স সাফকো এর প্রাক্তন কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলমকে এতদবিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলা হলে তিনি সভাকে জানান, দীর্ঘদিন মেসার্স সাফকো তে কর্মরত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে মালিক তাঁর সাথে আচরণ ভাল না করার চাকুরী হতে অব্যাহতি ও যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধের জন্য আবেদন করলে তাকে অব্যাহতি ও যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হয়। এছাড়াও শুল্ক ভবনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। *অতঃপর সভার সভাপতি উভয়ের বক্তব্যের উপর মেসার্স সাককো এর ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক ও কাস্টম সরকার জনাব জসিম উদ্দিন এর সাক্ষ্য গ্রহন করেন। তাহাদের উভয়ের বক্তব্যে জনাব জাহাঙ্গীর আলম শুল্ক ভবনে মেসার্স সাফকো কার্যক্রমে হয়রানির বিষয়ে উত্থাপন পূর্বক অভিযোগ আনেন ।* *সবার সাক্ষ্য গ্রহণ ও বক্তব্য শুনার পর সভার সভাপতির অনুরোধে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও মেসার্স সাফকো এর বর্তমান কাস্টম সরকার জনাব জসিম উদ্দিনকে নিয়ে আলাদা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বসেন এবং তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমস্যা ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হবে না মর্মে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সভাকে আশ্বাস প্রদান করেন। এই প্রেক্ষিতে কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি উপস্থিত সকলের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয়। ***সিদ্ধান্তঃ*** *১। চট্টগ্রাম কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন তাদের সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর আলম, জনাব জসিম ও জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক এর কাছ থেকে ভবিষ্যতে সৃষ্ট বিরোধ থেকে বিরত থাকার এবং অদ্যকার সভার সিদ্ধান্ত সমূহ পালনের নিশ্চয়তা পাওয়া সাপেক্ষে চিটাগাং কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশনকে লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন।* *২। চট্টগ্রাম কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা পাওয়ার ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মেসার্স সাফকো এর স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ও ডায়েরী সমূহ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।* *৩। জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ও সাধারণ ডায়েরী মেসার্স সাককো এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারক প্রত্যাহারের পর ও এতদবিষয়ে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে চট্টগ্রাম কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন তার দায় দায়িত্ব বহন করবেন।* *সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।* *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* *কামাল উদ্দিন মোঃ আকতার* *আহবায়ক সভার সভাপতি* *ও আহবায়ক* *শ্রমিক-কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১।* জনাব জাহাঙ্গীর আলম বিগত ইংরেজী ০৯/৭/২০১১ তারিখে কর্মচারী ইউনিয়নে দাখিলকৃত লিখিত বর্ননায় জনাব এ.কে.এম গোলাম ফারুকের নিকট তার কোন পাওনা ছিলো মর্মে এমন কোন কথা বলেন নাই। এমনকি বিগত ইংরেজী ২০/১০/২০১১ তারিখে সালিশী বৈঠকেও আসামীর নিকট তার (বাদী জাহাঙ্গীর আলমের) টাকা পয়সা পাওনা আছে মর্মে কোন দাবী বা বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। তাছাড়া সি এন্ড এফ কর্মচারী ইউনিয়নের বিগত ১১/০৯/২০১১ তারিখ সি এন্ড এক মালিক সমিতিকে দেয়া চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামী এ.কে.এম গোলাম ফারুকের সাথে তার কোন দেনা পাওনা ছিল না। অথচ উক্ত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সালিশী বৈঠকের ১৫ দিন আগে ০৫/১০/২০১১ ইং তারিখ গোপনে জাহাঙ্গীর আলম আসামীর স্বাক্ষরিত একটি চোরাই ব্লাংক চেক নিজ হাতে পুরন করে ডিজঅনার করিয়ে রাখেন। উক্ত চেক এর দাবী যদি সত্যি হতো, তা হলে অবশ্যই তিনি তাহার বিগত ০৯/৭/১১ ইং তারিখের আবেদনে অথবা ২০/১০/১১ ইং তারিখে সালিশী বৈঠকে তা প্রকাশ/দাবী করতেন। উক্ত ডিজঅনারড চেক দিয়ে পরবর্তীতে চেক ডিজঅনারের ১ম মামলাটি করেন বিগত ইংরেজী ১৬/১১/২০১১ তারিখ এবং তার ২ (দুই) বছর পরে অত্র মামলাটি করেন। **The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** "***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.* *Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.* *Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed."

উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:

(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.

as to date;

(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;

as to time of acceptance;

(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;

as to time of transfer;

(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;

as to order of indorsement;

(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;

as to stamp;

(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. " *"১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-* *ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-* *(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;* *(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উল্লিখিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;* *(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উল্লিখিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;* *(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;* *(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;* *(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;* *(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথাবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।"* ***উপরিল্লিখিত ধারা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক, পণের (consideration) বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট। The Negotiable***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Instrument Act, 1881 *এর ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া* ***(without consideration)*** *কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক হিসেবে গণ্য হবে না।* *এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।* *মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য* ***[(2022) 26 ALR (HCD) 209]*** *মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,* *"প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট। "* *অভিযোগকারী তার অভিযোগের দরখাস্তে এবং পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী টাকা হাওলাত নেয়। হাওলাতের টাকা পরিশোধের জন্য তর্কিত চেকটি প্রদান করেন।* *হাওলাতের টাকার বিনিময়ে গৃহীত চেক পণ* ***(consideration)*** *নয়। ধারা ৪৩ মোতাবেক পণ* ***(consideration)*** *ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত* ***(endorsement)*** *বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা।* **ফৌজদারী আপীল নং- ৪১৫৯/২০২০ মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক** *"ব্যবসার কারণে ধার হিসেবে গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক নয়। ফলে উক্ত চেক দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।"* *বর্তমান মোকদ্দমায় আসামী কোন পণের বিনিময়ে চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন নাই। ফলে পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত "চেক" তথা "বিনিময়যোগ্য দলিল" নয়।* **ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯নং আইন) এর ধারা ২ এবং ৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** **সংজ্ঞা** ২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(১) "অর্থায়ন ব্যবসা" অর্থ চাহিবা মাত্র পরিশোধযোগ্য নহে এইরূপ মেয়াদি আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ ও ইজারা অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ ধারা ২১ এ বর্ণিত কার্যাবলি; (২) "আর্থিক বিবরণী" অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী; (৩) "আমানত" অর্থ সুদ বা মুনাফার ভিত্তিতে পরিশোধের সকল শর্ত সংবলিত রসিদের মাধ্যমে গৃহীত অর্থ তবে, নিম্নরূপ উৎস হইতে গৃহীত অর্থ আমানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:- (ক) শেয়ার মূলধন হিসাবে গৃহীত অর্থ; (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে কর্জ হিসাবে গৃহীত অর্থ; (গ) ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অধীন নিম্নবর্ণিত গৃহীত অর্থ- (অ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জামানত (যদি গৃহীত অর্থ সুদহীন হয়) অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর বা নির্দিষ্ট অংশ মেরামতের পর হস্তান্তরিত সম্পদের বিপরীতে গৃহীত অর্থ; (আ) ডিলারশিপ আমানত; (ই) আর্নেস্ট মানি আমানত বা বায়নাপত্র জমা; (ঈ) দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তির অধীন গৃহীত অগ্রিম বা আংশিক পরিশোধিত অর্থ; (উ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ: তবে শর্ত থাকে যে, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতের সংজ্ঞা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে; (৪) "আমানতকারী" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যাহার নামে আমানত গ্রহণ ও ধারণ করা হয় এবং আমানতকৃত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (৫) "ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা" অর্থ এইরূপ খেলাপী ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যিনি বা যাহা- (ক) নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির অনুকূলে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে গৃহীত ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর আরোপিত সুদ বা মুনাফা তাহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করে; বা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(খ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে জালিয়াতি বা প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া ফেরত না দেন; বা (গ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে যেই উদ্দেশ্যে ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উক্ত ঋণ, বিনিয়োগ বা আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ ব্যবহার করিয়াছে; বা (ঘ) ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত ঋণ প্রদানকারী কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিয়াছে: তবে শর্ত থাকে যে, এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে; (৬) "উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কোনো পরিবারের সদস্য কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে, কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ; (৭) "ঋণ" অর্থ- (ক) অগ্রিম, ধার, ঋণ, ইজারা, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ বা অন্য যে কোনো আর্থিক সুবিধা; (খ) গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি বা অন্য কোনো আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি-ঋণগ্রহীতার পক্ষে প্রদান বা জারি করে বা দায় হিসাবে গ্রহণ করে; (গ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক উহার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোনো ঋণ; এবং (ঘ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত ঋণ বা, ক্ষেত্রমত, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত সুদ, দণ্ড-সুদ, মুনাফা বা ভাড়া; (৮) "কোম্পানি আইন" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন); (৯) "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি;

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(১০) "খেলাপী ঋণগ্রহীতা" অর্থ কোনো দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহার নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রিম, ঋণ, অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে; (১১) "দেনাদার" অর্থ ঋণ গ্রহণ, লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি এবং জামিনদার; (১২) "ধারা" অর্থ এই আইনের কোনো ধারা; (১৩) "পরিচালক" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে পরিচালক পদে বহাল যে কোনো ব্যক্তি এবং এইরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইবে যাহার নির্দেশ বা আদেশে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক কোনো দায়িত্ব পালন করেন এবং বিকল্প বা প্রতিনিধি পরিচালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১৪) "পরিবার" বা "পরিবারের সদস্য" অর্থ কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং উক্ত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি; (১৫) "পাওনাদার" অর্থ আমানত জমাদানকারী বা লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, ভাড়ায় খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা সেবা প্রদানকারী বা অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি; (১৬) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান; (১৭) "ফাইন্যান্স কোম্পানি" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি; (১৮) "বৎসর" অর্থ ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসর; (১৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank; (২০) "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত কমিশন; (২১) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি; (২২) "বীমা কোম্পানি" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী; (২৩) "ব্যক্তি" অর্থ- (ক) প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Natural Person); (খ) কোম্পানি; (গ) প্রতিষ্ঠান; (ঘ) অংশীদারি কারবার; এবং (ঙ) সংঘ, সংস্থা ও সমিতি; (২৪) "ব্যাংক-কোম্পানি" অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক-কোম্পানি; (২৫) "সিকিউরিটি" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এ সংজ্ঞায়িত section 2 এর clause (1) সংজ্ঞায়িত securities; (২৬) "স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ" অর্থ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (২৭) "স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের সদস্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবে যদি ব্যক্তি নিজে বা অন্যের সহিত যৌথভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে বা উক্ত কোম্পানি বা উহার হোল্ডিং। কোম্পানির পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকেন; এবং (২৮) "স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান" অর্থ এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (যথা- হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান) বা উভয়ই তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ভেঞ্চার বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত। **ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স** ৪। (১) কোনো কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না। (২) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে লিখিত আবেদন করিবে। (৩) ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে কোনো কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিম্নরূপ বিষয়সমূহে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, যথা:-

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(ক) আর্থিক অবস্থা; (খ) ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য; (গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা, কাঠামোগত যথার্থতা ও উপার্জনের সক্ষমতা; (ঘ) সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি; এবং (ঙ) জনস্বার্থ। (৪) এই ধারার অধীন লাইসেন্স প্রদানের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক উহার বিবেচনায় সঙ্গত যে কোনো শর্ত আরোপ করিতে পারিবে। (৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্সের শর্ত সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারিবে। (৬) অর্থায়ন ব্যবসায়ে নিয়োজিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান উহার নামের অংশ হিসাবে ফাইন্যান্স অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করিতে পারিবে না যাহাতে উহাকে ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে মনে করিবার কারণ থাকে: তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:- (ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাবসিডিয়ারি; বা (খ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো সংস্থা। ***উপরিল্লিখিত ধারাদ্বয় সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, কেবল মাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বাংলাদেশে কোন অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না।*** ***অত্র মোকদ্দমায় অভিযোগকারী বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করার লাইসেন্স প্রাপ্ত নন। ফলে তিনি আসামীকে হাওলাত বা ঋণ দেওয়ার আইনত অধিকারী নন। আসামীকে হাওলাত বা ঋণ প্রদান করে তর্কিত চেকটি গ্রহণ অভিযোগকারীর বেআইনী কার্যক্রম।*** **স্বীকৃতমতেই, অত্র অভিযোগকারী-আপীলকারী অত্র আসামীর মালিকানাধীন "SAF CO"-এ ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা বেতনের কর্মচারী ছিলেন। চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পূর্বে মালিকের চেক গোপনে চুরি করে সরিয়ে নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন প্রমানিত। এমনতর কর্মচারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। অত্র অভিযোগকারী-আপীলকারী চুরি করা চেক**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করে আদালতের প্রক্রিয়াকে অপব্যবহার করে আদালতের সাথেও প্রতারনা করেছেন প্রমাণিত। সার্বিক পর্যালোচনা এবং আলোচনায় অত্র আপীলটি নামঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি ২০,০০,০০০/-(বিশ লক্ষ) টাকা জরিমানাসহ নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ, ২য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৪৫২/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০২.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের সহি মহুরী নকল প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার ২০,০০,০০০/- (বিশ) লক্ষ টাকা এ,কে,এম, গোলাম ফারুককে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।